

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

14258 - আল্লাহ তাআলার কাছে আমল কবুলের শর্তসমূহ

প্রশ্ন

কোন কোন শর্তগুলো কোন মুসলিমি য়ে আমল করে সে আমলকে কবুলযোগ্য আমলে পরিণিত করে এবং ফলাফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন? সহজ জবাব কি এটা য়ে, একজন মুসলিমি কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণে নয়িত করবে; যা তাকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত করবে; যদিও সে ঐ আমলে ভুল করুক না কেন? নাকি তার উপর আবশ্যিক হল তার নয়িত থাকা এবং এর সাথে সহহি সুন্নাহর অনুসরণ করা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবাদতগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া এবং বান্দা এর সওয়াবপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষত্রে দুটো শর্ত পরিপূর্ণ হতে হবে:

প্রথম শর্ত: আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা): আল্লাহ তাআলা বলেন: "অথচ তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল য়ে, অন্য সব (ধর্ম) থেকে বমিখ হয়ে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।" [সূরা বাইয়যনো, আয়াত: ৫] ইখলাস (একনিষ্ঠতা) মানতে বান্দার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল বচন ও কর্মের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুবষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তার কাছে কারো এমন কোন অনুগ্রহ থাকে না, যার প্রতিদিন দিতে হবে (অর্থাত্ সতে কারো কাছ থেকে এ রকম কোন অনুগ্রহ পতে চায় না), সতে শুধু তার সুউচ্চ প্রভুর সন্তুষ্টি অনুবষণ করে।" [সূরা লাইল, আয়াত: ১৯-২০]

তনি আরও বলেন: "আমরা কবেল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদিন বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" [সূরা ইনসান, আয়াত: ৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "যে ব্যক্তি পরকালে ফসল (পুরস্কার) চায় তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর য়ে ইহকালে ফসল চায় তাকে আমি তা থেকে (কিছু) দিয়ে দেই। পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।" [সূরা শূরা, আয়াত: ২০]

তনি আরও বলেন: "যারা দুনিয়ার জীবন ও চাকচিক্য চায় আমি তাদেরকে সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সখোনতে তাদরেকে (কোন কছি) কম দেওয়া হবো না / ওদরে জন্ব পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কছি নাই / এখানতে তারা যা কছি করছে তা নষিফল হয়ছে এবং তারা যসেব কাজ করত তা বাতলি [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫-৬]

উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে তিনি বলেন: "আমলসমূহেরে শুদ্ধাশুদ্ধি কবেল নয়িতরে উপরই নরিভর করে / পরত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সেটাই তার প্রাপ্য / অতএব, যার হজিরত হবো দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কথিবা কোন নারীকে বয়ি করার উদ্দেশ্যে তাহলে সে যে উদ্দেশ্যে সফর করছে সে উদ্দেশ্যেই তার হজিরত পরগণতি হবো [সহি বুখারী; ওহীর সূচনা/১]

সহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হসিবে বর্ণিত হয়ছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি শরিককারীদেরে শরিক (অংশ) থেকে সর্বাধিক অমুখাপকেষী / যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যে আমলে সে আমার সাথে অন্যকওে অংশীদার করে আমি সেই ব্যক্তিকে ও সেই ব্যক্তিরি আমল প্রত্যাখ্যান করি।" [সহি মুসলমি, (আয-যুহদ ওয়ার রাকায়কে/৫৩০০)

দ্বিতীয় শরত: আল্লাহ শুধুমাত্র যে শরয়িত অনুসরণেরে নরিদশে দয়িছেন আমলটি সেই শরয়িত মোতাবেকে হওয়া। আর তা হচ্ছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অনুশাসনগুলো নয়ি এসছেন সেগুলোর অনুসরণ করা। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ছে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদরে নরিদশোনা (শরয়িত) নই সেটো প্রত্যাখ্যাত।" [সহি মুসলমি (আল-আক্বযিয়াহ/ ৩২৪৩)]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: "এ হাদিসটি ইসলামেরে একটি সুমহান মূলনীতি। এটি আমলেরে বহিঃরূপেরে মানদণ্ড; যমেনভাবে "সকল আমলেরে শুদ্ধাশুদ্ধি নয়িতরে উপর নরিভরশীল" হাদিসটি আমলগুলোর আন্তঃরূপেরে মানদণ্ড। যে সকল আমলেরে মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না সে সব আমলেরে জন্ব আমলকারী যমেন সওয়াব পাবে না; ঠকি তমেনি পরত্যকে যে আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে নরিদশোনা মোতাবেকে সম্পাদতি হবো না সেটোও আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবো। আর পরত্যকে যে ব্যক্তি দ্বীনরে মধ্যে এমন কোন কছি চালু করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করার অনুমতি দিনেনি সেটি ধর্মীয় কছি নয়।" [জামউল উলুম ওয়াল হকিম (খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুসরণ করার এবং এ দুটোকে আঁকড়ে ধরার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: "তোমাদেরে উপর আবশ্যিক আমার সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং আমার পরে সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়েরে রাশদেইনরে সুন্নাহ অনুসরণ করা / তোমরা এটাকে মাড়রি দাঁত দয়ি আঁকড়ে ধর /" তিনি বিদিত থেকে সাবধান করে বলছেন: "তোমরা নব চালুকত বযিয়াবলী থেকে বঁচে থাক / কেনো পরত্যকে বিদিত পথভ্রষ্টতা।" [সুনানে তরিমযি (আল-ইলম/২৬০০),

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলবানী 'সহি সুনানে তরিমযিহি' গ্রন্থে (২১৫৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলছেন:

আল্লাহ তাআলা ইখলাস ও অনুসরণকে আমল কবুলের দুটো হতে হসিবে নির্ধারণ করছেন। যদি কোন একটি হতে না পাওয়া যায় তাহলে সে আমল কবুল হবে না।[আর-রূহ (১/১৩৫)]

আল্লাহ তাআলা বলেন: "যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমাদের মধ্যে কে আমলে ভাল।" ফুয়াইল (রহঃ) বলেন: আমলে ভাল অর্থাৎ আমলটি অধিকতর ইখলাসপূর্ণ ও অধিকতর শুদ্ধ। আল্লাহই তাওফিকদাতা।